12

জনকণ্ঠ

তারিখ ... 01 DEC 1996

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

৩৫ ভাগ স্কুল কলেজ মাদ্রাসা স্থাপনে সরকারী নীতি মানা হয়নি ॥ ছাত্র শিক্ষকের অধিকাংশ গরহাজির

মোস্তাক মোবারকী

দেশের ৩৫ ভাগ বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাসই হয় না। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত জেলা প্রশাসকদের পরিদর্শন প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, দেশের অধিকাংশ

(১৫ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

৩৫ ভাগ স্কুল

(প্রথম পাতার পর)

বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির সংখ্যা ১৫ ভাগ। শিক্ষক ও শিক্ষকাদের উপস্থিতি পাওয়া গেছে ৫০ ভাগ। কোন কোন স্কুলঘর টিনের ছাপরা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, গত ৫ বছরে দেশে মোট ৩ হাজার ৩৪টি নতুন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অধিকাংশই সরকারের নীতিমালা লঙ্ঘন করে রাজনৈতিক কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায়। স্থানীয় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন কারণে এসব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সরকারী অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমপিও ভুক্ত করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, দেশের বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার আসল চিত্র জানার জন্য জেলা প্রশাসকদের সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দেয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ থানা নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে গোপন পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করেন।

পরিদর্শনকালে রাজশাহীর শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজে ১৮ শিক্ষকের মধ্যে ২ জন উপস্থিত পাওয়া যায়। ১শ' ৭৬ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কলেজে উপস্থিত হয় ২০ জন। জোত কার্তিক বিএন উচ্চ বিদ্যালয়ে ১২ শিক্ষকের মধ্যে ৮ জন এবং ৩শ' ৬৮ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৩৮ জন উপস্থিত পাওয়া যায়। চিত্রাশো সিনিয়র মাদ্রাসায় ১৪ শিক্ষকের মধ্যে ৩ জন এবং ৩শ' ১০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৫৪ জন উপস্থিত পাওয়া যায়। হাসানিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ১৩ শিক্ষকের মধ্যে ১ জন এবং ২ শ' ৮৫ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৬ জন উপস্থিত পাওয়া যায়। পাইকপাড়া দাখিল মাদ্রাসায় ২শ' ৬৪ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৮৩ জন উপস্থিত এবং ২ জন পরীক্ষায় অংশ নিলেও কেউ পাস করতে পারেনি। রাজবাড়ী মহাবিদ্যালয়ে ২ জন শিক্ষক উপস্থিত পাওয়া যায়। কোন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল না। কলেজ চলার কোন নমুনা পাওয়া যায়নি। ২টি টিনের ছাপরা ঘর। গোদাগাড়ী গুল গফুর মহাবিদ্যালয়ে ২ শিক্ষক ও ১ শিক্ষিকা এবং ৩০ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত পাওয়া যায়। হাটমাধনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নীতিমালা মানা হয়নি। লাড়ুপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নীতি পূরণ করা হয়নি। গোবিন্দপাড়া পরিদর্শনে দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা অনাবশ্যক বলে মন্তব্য করা হয়।

দেশে সরকারী অনুদানভুক্ত বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা ১৮ হাজার ১শ' ৫১। এর মধ্যে স্কুল ১১ হাজার ৩শ' ৭০, কলেজ ৯শ' ৯৬ এবং মাদ্রাসা ৫ হাজার ৭শ' ৮৫। গত ৫ বছরে ৩ হাজার ৩৪টি নতুন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুন স্কুল হয়েছে ১ হাজার ৬শ' ২১টি, কলেজ হয়েছে ৪শ' ১২টি এবং মাদ্রাসা হয়েছে ১ হাজার ১টি। এসব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ নিয়মিত সরকারী অনুদান পাচ্ছেন। এই হিসাবে গত ৫ বছরে ২২ হাজার ৮শ' ৩৭ জন স্কুল শিক্ষক, ১১ হাজার ৭শ' ৬৬ জন কলেজ শিক্ষক এবং ১২ হাজার ৭শ' ১০ জন মাদ্রাসা শিক্ষক নতুন নিয়োগ পেয়েছেন। এসব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন বাবদ সরকারী অংশের টাকা গত ৫ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩শ' ৫৫ কোটি টাকা।